অর্থাৎ প্রতিমা (শ্রীমূর্ত্তি)। পরম উপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-রূপেই দেখিয়া থাকেন, একটুকু মাত্র ভেদস্ফূর্ত্তি হইলে ভক্তিবিচ্ছেদ হইয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বথা অভেদবুদ্ধিতেই সেবা পূজা করা কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে ১১।২৭।২৮ শ্লোকে শ্রীভগবান উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ।
অলঙ্কুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাম্ যথোচিতম্॥

"হে উদ্ধব! আমার ভক্ত আমাকে প্রীতির সহিত বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, মাল্য, গন্ধ ও চন্দনাদি দ্বারা আমার যে অঙ্গ যেমন সাজে, তেমনইভাবে সুশোভিত করিবে।" এই শ্লোকে "মাং" অর্থাৎ আমাকে এবং "সপ্রেম" অর্থাৎ প্রীতির সহিত এই দুইটি পদ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে—যদি শ্রীমূর্ত্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ পার্থক্য থাকিত, তবে "আমাকে" না বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে এবং 'সপ্রেম' না বলিয়া বিধিপূর্ব্বক এইরূপ উল্লেখ করিতেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া অম্বরীষ মহারাজের নিকট শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন —"সেই শ্রীমূর্ত্তিতে চিত্তের আবেশ রাখিয়া অন্য বিষয়ে আবেশ ত্যাগ কর। ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে এবং ধ্যান করিলে সেই শ্রীমূর্ত্তিই তোমার উপকারিণী হইবে। তুমি চলিতে চলিতে, দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে, স্বপনে, ভোজনে শ্রীমূর্ত্তিকেই নিজের অগ্রে, পশ্চাতে, উপরে, অধোদেশে চিন্তা করিতে করিতে তৎস্ফূর্ত্তিময়তা প্রাপ্ত হইবে।" অতএব শ্রীমূর্ত্তি পূজায় আগমশাস্ত্রে আবাহনাদি ও নিম্নলিখিত প্রকার বুঝিতে হইবে। আদরপূর্ব্বক নিজ প্রাণবল্লভকে সম্মুখীকরণের নাম আবাহন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করানোর নাম সংস্থাপন। "তবাস্মি" অর্থাৎ আমি তোমার হই—এইরূপ তদীয়ত্ব দেখানোর নাম সন্নিধাপন। পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থাপনের নাম সংনিরোধন। শ্রীভগবানের সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশের নাম সকলীকরণ।

এইক্ষণ শূদ্রাদি পূজিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা নিষেধ বলিয়া শাস্ত্রে যে প্রমাণ আছে, তাহা অবৈষ্ণব শূদ্রাদিপর বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যে সকল শূদ্রাদি শ্রীভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত নহে, তাহাদের পূজিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যেহেতু—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতাঃ নরাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু শূদ্রাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

যাহারা ভগবদ্ভক্ত, তাহারা শূদ্র নহে; সে সকল মানব ভাগবত। যাহারা জনার্দ্দনে ভক্তিশূন্য, তাহারা সর্ব্ববর্ণের মধ্যে শূদ্র; অর্থাৎ তাহারা ব্রাহ্মণ-